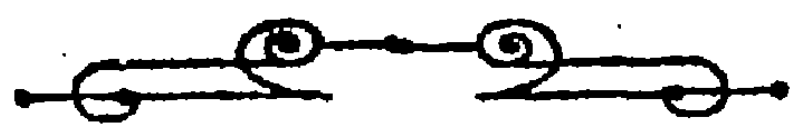


সত্যমেব জয়তি ।



ভাগবতাচার্যো পাণ্ডিকোম
মহাপ্রভুপাদেন

শ্রীযুক্ত (নীলকান্ত) দেব-গোস্বামিনা
বিরচিতা ।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সাধুনা—প্রকাশিতা ।

১৩২৫ । ১২ই চৈত্র ।

মূল্য ১০ চারি আনা মাত্র ।

প্রিণ্টার—শ্রী হরেন্দ্রনাথ মিত্র,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস,
৭৯ নং বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা ।

সত্যম-ব্রহ্ম-জ্ঞান-ভিত্তি ।

জ্ঞান-দান-তপো-হোম-জপ-যজ্ঞাদিকেষু চ ।

ধৰ্ম্মাঙ্গেষু সমন্তেষু সত্যমেবান্ধমুক্তমম্ ॥ ১

পাদ-পাণ্যাদিভির্দেহঃ সৰ্ববান্ধৈরপি সংযুতঃ ।

বিকলো বিফলশ্চৈষ উত্তমাত্মং বিনা যথা ॥ ২

স্বরূপং ব্রহ্মণো রূপং তথা সত্যং বিনা নৃণাম্ ।

ধৰ্ম্মঃ স্মৃষ্টিতোহপি শ্রাদ্ধং বিকলো বিফলো ঐবম্ ॥ ৩

স্বরূপং ব্রহ্মণঃ সত্যং যথা শ্রুত্যা সমীৰিতম্ ।

নাম সত্যং তথা তদ্ব্যঞ্জিত্যেব সমুদীৰিতম্ ॥ ৪

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠা যঃ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ ।

তস্যাপি নাম রূপঞ্চ সত্যমিত্যবধারিতম্ ॥ ৫

যদুস্তং কৃষ্ণমুদ্दिष्टं ভারতে পরমর্ষিণা ।

তন্মামরূপমোস্তুকি সত্যঞ্চ-পরিচায়কম্ ॥ ৬

“সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতঃ
সত্যং সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ” ॥ ৭

শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্যায়া পরং সত্যং মুনীশ্বরঃ ।
আচরন্মঙ্গলং তচ্চ বিদিতং ভক্তসম্ভজনৈঃ ॥ ৮

অতঃ শ্রীব্রহ্মণো নাম নাম চ শ্রীহরেরপি ।
স্বরূপাদবিনাভূতং তত্র কশ্চিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৯

হিহা সত্যমতো ব্রহ্ম হরিং বা যে উপাসতে ।
হিহা জলাশয়ং দূরে যতন্তে তে জলাপ্তয়ে ॥ ১০

তৎ সত্যং পরমং ব্রহ্ম প্রমাণীকৃত্য যে জনাঃ ॥
যদ্ যৎ কুর্বন্তি তৎসর্বং যথার্থং হ্যুপাসনম্ ॥ ১১

তৎ সত্য-সাধনীভূতং সত্যং যদ্-ব্যবহারিকম্ ।
বাচিকং কায়িকং হৃদয়মিতি-তৎত্রিবিধং মতম্ ॥ ১২

তত্র বাচনিকং সত্যং যথাদৃষ্টশ্রুতেরণম্ ।
কায়িকং কায়নিপাত্তং কৰ্ম্মাত্ম-পর-শর্ম্মদম্ ॥ ১৩

পক্ষে বৃত্তমপহুত্যা যথাদৃষ্টং যথাস্রুতম্ ।
অনুথা ভাষণং যতদ্ বাস্তব্যা কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ১৪

सत्यमेव ज्यति ।

नास्माने न परमैश्च हितः कर्म कृतं हि यत् ।

कथाते कर्म-मिथा तत् सत्य-मिथा-विचक्षणैः ॥ १५

वाक्सतो कयसतो च मनोहतिप्राय उत्तमः ।

कौर्त्याते मानसः सत्यं सुधीभिः सत्यवित्तमैः ॥ १६

सत्यस्य त्रिविधेहपि लौकिकस्य यथोत्तरम् ।

प्राधान्यं प्रतिपत्तव्यं सत्यसाधनमिच्छुभिः ॥ १७

वाचिकां कायिकं तन्मादपि ह्युत्तरं वरं मतम् ।

विमृश्यैतदशेषेण कर्तव्यं सत्यसाधनम् ॥ १८

वाक्सत्याश्रितं बोद्धव्यं बोद्धव्यं कायिकस्य च ।

बोद्धव्यं मानसस्यापि सत्यस्य गहना गतिः ॥ १९

अशान्तिकरं भावः हृदि सङ्कायः सो जनः ।

वदेद् वाचनिकं सत्यं मिथैव तस्य तद् वचः ॥ २०

पक्षे परहितं वाङ्मन मिथा वाचनिकं वदेत् ।

यदि कश्चिद् वचस्तस्य सत्यगर्भमसंशयम् ॥ २१

नरं जिघांशुभिः पूर्यते दह्याभिर्घनि कश्चन ।

विनिर्दिष्टेऽप्यदृष्टं तं सूयं मिथा हि तद् वचः ॥ २२

সত্যমেব জয়তি ।

বৈদ্যো বালং-হিতাকাঙ্ক্ষী পায়য়ন্তিস্তত্ত্বমৌষধম্ ।

বধয়েন্মধুরত্বেন তদ্বচঃ সত্যমেবহি ॥ ২৩

কুন্তীরোহি জলে বৎস মা নিমজ্জেতি পুত্রকম্ ।

বদন্ত্যপ্যনৃতং মাতা সচ্চিত্তা সত্যভাষিনী ॥ ২৪

অশ্বখামহতিং তারৈ রক্তদ্বাস্তুর্গজ ইত্যপি ।

বদন্ ধর্ম্মসুতো ভীষং দৃশা নিরয়মম্বভূৎ ॥ ২৫

স এব হতসর্বশ্বো বিরাটভবনে পুনঃ ।

ভ্জাপয়ন্নশ্বখাত্মানং বভূব নহি পাপভাক্ ॥ ২৬

সুষ্ঠু ক্তং ভারতে বেদব্যাসেন সত্যদর্শিনা ।

কচিৎ সত্যং ভবেন্মিথ্যা মিথ্যা সত্যং ভবেৎ কচিৎ ॥ ২৭

“ন বক্তব্যং ভবেৎ সত্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ।

যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং বাপ্যানৃতং ভবেৎ” ॥ ২৮

মনুনাপি নিজগ্রন্থে এতদর্থসমর্থনম্ ।

বাক্যং সমবদৎতচ্চ সুধীভিজ্জায়তে ধর্ম্মম্ ॥ ২৯

“সত্যং ক্রিয়াৎ প্রিয়ং ক্রিয়া ন ক্রিয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্ ।

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ক্রিয়াদেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ” ॥ ৩০

সত্যমেব জয়তি ।

যত্র যত্র ভবেন্মিথ্যা ন মিথ্যা তচ্চ সূরিভিঃ ।

শাস্ত্রকৃষ্টির্বিনির্দিষ্টং নামনির্দেশপূর্বকম্ ॥ ৩১

“ন নশ্ময়ুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাষ্ট্রজন্মবিবাহকালে ।

প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চান্তান্যাহরপাতকানি” ॥ ৩২

যত্বেপ্যেবং বুধৈঃ সত্যে বিকলো নৈতিকো মতঃ ।

তথাপি প্রথমঃ কলো যথাদৃষ্ট-ঐগতেরণম্ ॥ ৩৩

ধর্ম্যে যেষামবিশ্বাস স্তেহপি নিত্যং প্রযত্নতঃ ।

অহস্ত্যাচরিতুং সত্যং লোকযাত্রা-সুসিদ্ধয়ে । ৩৪

পরলোকভয়ং তেষাং মাস্ত্বিহৈব জনা হি তান্ ।

মিথ্যাবাচো বিনিন্দন্তি প্রত্যেতিচ ন কোহপি তান্ ॥ ৩৫

সংসার-রাগবান্ যন্তু হরিভক্তিঞ্চ বাঞ্ছতি ।

বিবিচ্য লৌকিকং সত্যং বদেদ্ যত্র যথোচিতম্ ॥ ৩৬

সত্যে প্রতিষ্ঠিতে সত্য-স্বরূপো ভগবান্ স্বয়ম্ ।

সংলভ্যেত সুখে নৈব সাধকে নামলাভনা ॥ ৩৭

সত্যমেব হরেঃ সত্য-স্বরূপরূপধারিণঃ ।

সন্তোষদয়ন্যস্তমাসনায় সদাসনম্ ॥ ৩৮

সত্যাসনং ন যস্যাস্তি পবিত্রমস্থিতং হৃদি ।

নাসীত তত্র সত্যাখ্যঃ সুশাস্তুসুখবিগ্রহঃ ॥ ৩৯

বাধকা ভগ্নবুদ্ধেভ্যঃ কামক্ৰোধাদয়োহরয়ঃ ।

দূরতো হৃদসপশ্চি সত্যে সমাগ্ ব্যবস্থিতে ॥ ৪০

নাস্তি তাদৃগসৎকর্ম পরত্রেহাহিতং ক্ষিতৌ ।

মিথ্যাবাদস্বভাবা যশ্মানবাঃ কৰ্ত্তুমক্ষমাঃ ॥ ৪১

রক্ষিষ্যতি ভয়াদস্থান্ স্বভাব-সুহৃদেব সঃ ।

মৃষাবাদ ইতি প্রীতা ন তে বিভ্যত্যসৎকৃতেঃ ॥ ৪২

মৃষাভাষীচ চৌরশ্চ সমৌ দ্বাবেব নিশ্চিতম্ ।

মৃষাভাষী ভবেচ্চৌরশ্চৌরো মিথ্যা বদেৎ সদা ॥ ৪৩

গর্হামহস্তি লোকেহস্মিৎ শচণ্ডঃ দণ্ডঃ পরত্রচ ।

অসত্যভাষিণস্তেষাং নেহামুত্রচ মঙ্গলম্ ॥ ৪৪

অসত্যভাষিণাং সঙ্ক্যা-বন্দনাদি ব্রতাদিকম্ ।

হরিসঙ্কীৰ্ত্তনং সৰ্ব্বং ভস্মশ্চেব স্মৃতাহুতিঃ ॥ ৪৫

মানবান্ বঞ্চয়ন্তো যে প্রবদন্ত্যনৃতং বচঃ ।

সৰ্ব্বজ্ঞেশ্বরসত্ত্বাঞ্চ প্রতিষস্তি ন তে প্রবম্ ॥ ৪৬

অতঃ সত্য-পরিত্যাগী হরিত্যাগীনসংশয়ঃ ।

হরিত্যাগী নরো লোকে বিকল্পেন নরোন্নতঃ ॥ ৪৭

অনৃতী বিত্তমাশ্ৰয়পি দূর্যতেহহুর্দিবানিশম্ ।

সত্যবাদী দরিদ্রোহপি নিদ্রাতি সুখমম্বহম্ ॥ ৪৮

লোকতো ভূপতশ্চৈব পরমেশ্বরতো ভয়ম্ ।

জগদুন্ময়ময়ং মিথ্যা ভাষিণোহশুদ্ধচেতসঃ ॥ ৪৯

অভয়ং লোকতো ভূমি-পালতশ্চ পরেশ্বরাৎ ।

অভীতিরভিতঃ সত্য-ভাষিণঃ শুদ্ধ-চেতসঃ ॥ ৫০

সর্বতোহপি ভয়ং যস্য মনোদহনমম্বহম্ ।

মরণং শরণং তস্য শরীরভরণং বৃথা ॥ ৫১

অভয়ং সর্বদা যস্য মনোহতিরমণং পরম্ ।

তশ্চৈব জীবনং লোকে জীবনং নরজন্মনঃ ॥ ৫২

মিথ্যাহারো যথা দেহে নরাণাং জরদো ভবেৎ ।

মিথ্যা বাণী তথা পুংসাং সদা সন্তাপদাত্মনি ॥ ৫৩

মৃষাভাষী স্বদোষেণ সদা পশ্যেদ্ বিভীষিকাম্ ।

সুখদাশ্চ দিশঃ সর্বা সন্তাৰাৎ সত্যসংশিনঃ ॥ ৫৪

ସତ୍ୟାମ୍ବୁଦୈନିକାମ୍ନାନାଃ ହୃଦି ସତ୍ ପରମଃ ସୁଖମ୍ ।

ବକ୍ଷନାର୍ଜିତ-ବିଦ୍ଵାନାଃ କୁତସ୍ତତ୍ତ୍ଵନିଶାସ୍ତ୍ରିନାମ୍ ॥ ୫୫

ରସନାନୃତଭାଷେଂ ଯାତ୍ୟେବମପବିତ୍ରତାମ୍ ।

ସଂଲିପ୍ତା ଶତ-କୃତ୍ତୋହପି ଗୋମୟେନ ନ ଶୁଦ୍ଧ୍ୟତି ॥ ୫୬

ସତ୍ୟବାକ୍ସୁଧୟା ତୃପ୍ତା ରସନା ସ୍ୟା ସର୍ବଦା ।

ମିଥ୍ୟା ନିସ୍ଵରସାନ୍ଵାଦେ ନ ତସ୍ୟ ଜାୟତେ ରୁଚିଃ ॥ ୫୭

ସତ୍ୟମେବ ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵଂ ସୁଧୀତିଃ ପରିନିଶ୍ଚିତମ୍ ।

ତତ୍ତ୍ଵାଗ୍ନୀ ମାନୁଷଃ ସତ୍ୟଂ ମାନୁଷୋ ନାମମାତ୍ରତଃ ॥ ୫୮

ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିନି ସର୍ବଭେଦେ ସର୍ବଗେ ସର୍ବସାକ୍ଷିନି ।

ନେତ୍ରେ ସ୍ୟା ବିଶ୍ଵାସଃ ସ ମିଥ୍ୟା ନ ବଦେତ୍ କ୍ଵଚିତ୍ ॥ ୫୯

ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିନି ସର୍ବଭେଦେ ସର୍ବଗେ ସର୍ବସାକ୍ଷିନି ।

ନେତ୍ରେ ସ୍ୟା ବିଶ୍ଵାସୋ ବଦେନ୍ନିତ୍ୟା ସଏବହି ॥ ୬୦

ଅତୋ ମିଥ୍ୟା ବଦେନ୍ ଯୋହସୌ ପରବକ୍ତବ୍ୟ-ତତ୍ତ୍ଵପରଃ ।

ଚରମ୍ଭାସି ବହିର୍ଧର୍ମ୍ୟଂ ନାସ୍ତିକୋ ନାସ୍ତି ସଂଶୟଃ ॥ ୬୧

ମିଥ୍ୟାମାତ୍ରଂ ବଦେନ୍ ଯୋହସୌ ପାପଏବ ନ ସଂଶୟଃ ।

ସାକ୍ଷ୍ୟେ ମିଥ୍ୟା ବଦେନ୍ ଯୋହସୌ ପାପାତ୍ ପାପତରୋ ଯତଃ ॥ ୬୨

সত্যমেব জয়তি ।

সর্বদ্রষ্টরি সর্বভ্জে সর্বশ্রোতরি চ স্থিতে ।

অহো পাপস্য মূঢ়স্য নরান্ বঞ্চয়তো ভ্রমঃ ॥ ৬৩

অহো কষ্টং মৃষাভাষী বঞ্চয়ন্ মানবান্ মৃষা ।

স্বয়ং বঞ্চিতমাত্মানং ন জানাতি বিমুঢ়ধীঃ ॥ ৬৪

যঃ শাস্তা চ পুরস্কর্তা স চেৎ পশ্যতি দুষ্কৃতম্ ।

শৃণোতি চ মৃষা বাক্যং বঞ্চিতেন নরেন কিম্ ॥ ৬৫

স্বপ্রকাশঃ স্বয়ং সত্যং গোপনং নাইতি কচিৎ ।

প্রকাশতে হি নির্ভিত্ত মিথ্যাবৃতিশতং বলাৎ ॥ ৬৬

একমেবাদ্বয়ং চক্ষুঃ সত্যরূপং সদা দিবি ।

দীপ্যতে মানবানাং হি পশ্যৎ কস্মি শুভাশুভম্ ॥ ৬৭

একএবাদ্বয়ঃ কৰ্ণঃ স্বর্গে সত্যময়ঃ সদা ।

নির্বোধো বিদ্বতে সৰ্বং সত্যাসত্যে শৃণোতি সঃ ॥ ৬৮

একমেবাদ্বয়ং জ্ঞানং জাতি সত্যাত্মকং দিবি ।

নরাণাং মানসো ভাবো ন তস্যাগোচরঃ কচিৎ ॥ ৬৯

লোকেহশ্মিমিদ্ৰিতপ্রায়ে মিথ্যা-মায়া-বিজৃম্বিতে ।

নির্নিব্বাৎ নিৰ্ম্মলং শাস্তং সত্যং জাগর্তি সৰ্বদা ॥ ৭০

আধারঃ সৰ্বধৰ্ম্মাণাং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ।

বিনা সত্যং বিজানীহি সৰ্বৈ ধৰ্ম্মা নিরাশ্পদাঃ ॥ ৭১

সত্যমূলঃ পরো ধৰ্ম্মঃ সত্যমূলং পরং তপঃ ।

সত্যমূলা পরা শান্তিঃ সত্যমূলা পরাগতিঃ ॥ ৭২

সত্যাৎ পরতরুং কিঞ্চিৎ পবিত্রং নেহ বিদ্যতে ।

কেবলেনৈব সত্যেন চিত্তং শুধ্যতি সত্বরম্ ॥ ৭৩

চিত্তে চ শুদ্ধিমাপ্নোত ভক্তিরূপদ্যতে হরৌ ।

জাতায়াঞ্চ ততো ভক্ত্যাঃ ভগবান্ ভক্তি হৃদব্রজে ॥ ৭৪

সত্যসঙ্কাস্করাভাস-ভাসিতং হৃৎসরোরুহম্ ।

সৰ্বদোৎফুল্লতামেতি স্তুধিয়ঃ সত্যসেবিনঃ ॥ ৭৫

পিতা পুত্রান্ গুরুঃ শিষ্যান্ ছাত্রাংশ্চ শিক্ষকস্তথা ।

শিক্ষয়েৎ সত্যমেবাদৌ সৰ্বমশ্রুততঃপরম্ ॥ ৭৬

বাল্যে সত্যমনভ্যস্যন্ যৌবনেহস্ত্যে বয়স্যপি ।

জানন্নপি হি তৎ পাপং ত্যক্তুং ন ক্ষমতে জনঃ ॥ ৭৭

যাবত্যঃ সন্তি সৎশিক্ষা বালানাঞ্চ বিশেষতঃ ।

সত্যশিক্ষৈব সৰ্বাসামাদিমা মহতাঃ মতা ॥ ৭৮

ইহ সংকীর্ণিতাভায় পরত্র পুণ্যলক্শ্যে ।

সত্যাৎ পরতরং কিঞ্চিন্নরাণাং নাস্তি সাধনম্ ॥ ৭৯

সত্যেন শোধিতা বাণী বক্তব্য্যাকালৈঃ সদা ।

ইহামূত্র চ কল্যাণং পরমং সমভীপ্সুভিঃ ॥ ৮০

কর্মণাং বচসাক্ষৈব প্রারম্ভে ধর্মমীপ্সুভিঃ ।

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম স্মর্তব্যং শুদ্ধচেতসা ॥ ৮১

সত্যরূপং মহারত্নং যৎকণ্ঠে ভ্রাজতে সদা ।

বরভূষণ-বেশাভ্য-রাজতোহপি স রাজতে ॥ ৮২

সত্য-সদৃশরূপাশ্রিত্য যশ্চরেৎকর্মবত্নানি ।

সুগমোহসা ভবেৎ পশ্চাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩

চর সংসারসংগ্রামে সত্যসদ্বর্ষসংরতঃ ।

অনাহতঃ সুখেনৈব জেতাসি নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৮৪

সত্যসন্দীপ্তসদীপং পুরস্কৃত্য ভবাটবো ।

ভ্রমতো ন ভবেৎ কাপি মানবস্য পথভ্রমঃ ॥ ৮৫

সংসারে সত্যসদ্বন্ধু-পরামর্শানুসারতঃ ।

যশ্চরেৎস্য সদ্বন্ধো দুর্জিতো ন মনশ্চরেৎ ॥ ৮৬

ସତ୍ୟସୌରେଣ ସଃ କର୍ଷେ ଝ୍ଞୁଂକ୍ଷେତ୍ରମତିସଦ୍ଭୂତଃ ।

ସ ଭୁଞ୍ଜେତ୍ତ୍ଵେ ପରମଃ ଶସ୍ୟଂ ସଦାନନ୍ଦଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରିତମ୍ ॥ ୮୭

ହୃଦୟେନ ସମାକ୍ରମ୍ୟ ସତ୍ୟୋଢୁପମହର୍ନିଶମ୍ ।

ସନ୍ତୁରନ୍ ସୁଜନଃ ଶୀଘ୍ରଂ ତରତ୍ୟେବ ଭବାର୍ଗବମ୍ ॥ ୮୮

ସଂକିଞ୍ଚିଂ କ୍ଳୃତିମାଶକ୍ୟ ପାର୍ଥିବୀଂ କଲ୍ପନାମୟୀମ୍ ।

ନୋପେକ୍ଷସ୍ତ୍ଵ ମହାରତ୍ନଂ ସତ୍ୟରୂପମପାର୍ଥିବମ୍ ॥ ୮୯

ସତ୍ୟମେବ ଜୟତ୍ୟେତନ୍ମହାବାକ୍ୟଂ ସଦା ସ୍ମର ।

ସତ୍ୟଂ ଜୟତି ସର୍ବତ୍ର ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୯୦

ବନ୍ଧ୍ୟାମି ସତ୍ୟମେବାହଂ ନାସତ୍ୟମେବମନ୍ଧହମ୍ ।

ପ୍ରାତରେବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାୟ ଶୟା-ତ୍ୟାଗଂ ତତଃ କୁରୁ ॥ ୯୧

ସତ୍ୟଂ କର୍ମ୍ୟ କରିଷ୍ୟାମି ନାସତ୍ୟମେବମନ୍ଧହମ୍ ।

ପ୍ରାତରେବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାୟ ଶୟା-ତ୍ୟାଗଂ ତତଃ-କୁରୁ ॥ ୯୨

ଚିନ୍ତୟିଷ୍ୟାମି ସତ୍ୟଂ ହି ନାସତ୍ୟମେବମନ୍ଧହମ୍ ।

ପ୍ରାତରେବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାୟ ଶୟାତ୍ୟାଗଂ ତତଃ କୁରୁ ॥ ୯୩

ସତ୍ୟବାଗ୍ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନିତ୍ୟଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟ କୃତାଞ୍ଜଳିଃ ।

ନିଶାୟାଂ ଶୟନାର୍ଥାୟ ସୁଧଶୟାଂ ସମାଶ୍ରୟ ॥ ୯୪

সত্যং জয়তি সর্বত্র সত্যং জয়তি সর্বদা ।

সত্যমেবাশ্রয়েদ্ যশ্চ স নরঃ সর্বতো জয়ী ॥ ৯৫

নমঃ সত্যায় শুদ্ধায় সত্যবাগ্ ব্রহ্মণে নমঃ ।

সত্যজ্ঞান-স্বরূপায় পরম-ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৯৬

সত্যং বদন্তি যে নিতাং সত্যং কস্মাচরন্তি চ ।

সত্যং স্মরন্তি তেভ্যোহপি সজ্জনেভ্যো নমো নমঃ ॥ ৯৭

সাধুসদ্রসনাবাসা শুদ্ধসত্ত্বা স্ননির্মলা ।

পরিভূষ্যতু মে সত্য-বাগ-দেবতা সরস্বতী ॥ ৯৮

দারিদ্রেহপি সুদূর্ব্বারে সঙ্কটেহপি বসুন্ধরে ।

সত্যবাক্‌সুধয়া নিত্যং রসনা মম তৃপ্যতু ॥ ৯৯

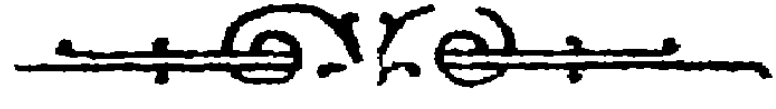
মৃষ্টং ত্রিষাং মৃষা গর্ভং রে নীলকান্ত মা বহ ।

অতীত্য-সঙ্কীর্ণালক্ষং সত্যমেব জয়ত্যদঃ ॥ ১০০ ॥

মহিষ-প্রাণ-তে-

সমাপ্তম্ ।

সত্যের জন্ম ।



ভূপ তপ তীর্থস্নান হোম যজ্ঞ কিবা দান
আর যত ধর্ম-কর্ম আছে বিদ্যমান,
সকলের মধ্যে এক সত্যই প্রধান ।

এই যে নরের কায় শির না থাকিলে তায়
বিকল বিফল যথা পাষণ-সমান
থাকিলেও অশ্রু সব অশ্রু বিদ্যমান ।

ধর্মের আচার যত অনুষ্ঠিত রীতিমত
হইলেও শাস্ত্র মতে, তেমতি সকল
ব্রহ্মের স্বরূপ সত্য বিহনে বিফল ।

পরব্রহ্ম সত্যময় তাহাতে নাহি সংশয়
পুনঃ পুনঃ বেদে ইহা আছে নিরূপণ
নাম তাঁর “সত্য”, তাই বেদের বচন ।

পরব্রহ্ম-ঘনাকার কৃষ্ণরূপ ব্রহ্মসার
তাঁহার প্রধান নাম সত্যই কেবল
ইহাও শাস্ত্রের মধ্যে আছে অবিকল ।

শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় ভারতে বিদিত হয়

অব্রাহাম ঋষির বাক্যে আছে নিরূপণ

নামে রূপে সত্য কৃষ্ণ, ব্যাসের বচন ।

“সত্যে কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণে সত্য অবস্থিত

সত্য হইতেও সত্য গোবিন্দের রূপ,

এই হেতু ‘সত্য’ তাঁর নাম অনুরূপ ।

বিদিত আছে সবার

করিল। মঙ্গলাচার

ভাগবতে মুনিবর তত্ত্বের নিধান

সত্য-রূপ পরতত্ত্ব করিয়া ধেয়ান ।

যেই নাম সেই রূপ

নামে রূপে একরূপ

যেই ব্রহ্ম সেই কৃষ্ণ বস্তুভেদ নাই

অব্রাহাম শাস্ত্রের বাক্যে বলিয়াছে তাই ।

অতএব যেই জন

ব্রহ্ম হরি আরাধন

করে, কিন্তু সত্যনিষ্ঠা দূরে পরিহরে

জলাশয় ত্যজি জল চাহে সেই নরে ।

সত্যরূপ ব্রহ্ম হরি

সদাই স্মরণ করি

যেই জন যাহা যাহা করে আচরণ

তাহাই যথার্থ ব্রহ্ম হরি আরাধন ।

সত্য হরি পাইবার সত্যই সাধন-সার

সেই সত্য ব্যবহারে ত্রিবিধ প্রকার

বাচনিক শারীরিক মানসিক আর ।

দেখা শুনা যায় যাহা অবিকল বলা তাহা

বাচনিক সত্য, সত্য কায়িক আবার

কায়-সাধ্য কর্ম আত্ম-পরহিতাচার ।

দেখাশুনা যায় যাহা গোপন করিয়া তাহা

কল্পনায় অন্য রূপ বলা যদি হয়

বাচনিক মিথ্যা তাহা সুধীগণ কয় ।

আত্মপর হিত নয় হেন কর্ম যদি হয়

সত্য মিথ্যা বুঝে যারা সেই সুধীগণ

তাহাকেই কর্ম-মিথ্যা কহে অনুক্ষণ ।

কিবা সত্য বাচনিক কিবা সত্য শারীরিক

মনের পবিত্র ভাব তাহে যদি রয়

মানসিক সত্য তাহা সত্যদর্শী কয় ।

যদিও ত্রিবিধ হয় লোক-সত্য-পরিচয়

যদিও নামেতে সত্য তিনেই সমান

তথাপিও পরে পরে জানিবে প্রধান ।

বাহ্য সত্য বাচনিক তাহে শ্রেষ্ঠ শারীরিক
মানসিক সত্য হয় তাহার উপরে
বিচারি বিশেষে সত্য আচরিবে নরে ।

কি বাচিক কি কার্যিক কিবা সত্য শারীরিক
এ তিনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে বুঝিবার
গহনা সত্যের গতি বুঝা বড় ভার ।

অন্যের অনিষ্ট হয় হেন ভাব যদি রয়
বলিলেও অবিকল যথার্থ বচন
মিথ্যাই তাহার সেই সত্য সম্ভাষণ ।

যদি বা কোনও নরে পরের হিতের তরে
বাচনিক মিথ্যা কহে সেও সত্য হয়
যে হেতু হৃদয় তার শুদ্ধ ভাবময় ।

দস্যু-ভয়ে গুপ্ত জনে দেখিয়াছে যে নয়নে
দস্যু জিজ্ঞাসিলে যদি সত্য কথা কয়
মিথ্যাই তাহার বাক্য মলিনতাময় ।

বালকের পীড়া হ'লে সুমিষ্ট ঔষধ ব'লে
সুতিষ্ঠ ঔষধ বৈত্ন করাইলে পান
সে মিথ্যা বচন তাঁর সত্যের সমান ।

শিশুসুতে মাতা বলে নামিওনা বাপ জলে
কুস্তীর আছেরে সেথা আমি বেশ জানি
মিথ্যা-আবরণে সত্য পূর্ণ-মাতৃবাণী ।

অশ্বখামা রণে মরে বলিলেন উচ্চস্বরে
চুপি চুপি গজবলি ধর্ম্মের নন্দন
পরিশেষে করিলেন নরক দর্শন ।

হারাইয়া রাজ্য ধনে বিরাট-রাজ-ভবনে
সেই যুধিষ্ঠির দিয়া মিথ্যা পরিচয়
তাহাতে পাতকী তিনি নহেন নিশ্চয় ।

সত্য কভু মিথ্যা হয় মিথ্যা কভু মিথ্যা নয়
এইরূপ সত্য মিথ্যা আছে নিরূপণ
মহাভারতের কথা ব্যাসের বচন ।

‘সত্য যেথা মিথ্যা হবে সেথা সত্য নাহি কবে
মিথ্যাও হইবে সত্য যেই যেই স্থানে
সেখানে বলিবে মিথ্যা শাস্ত্রের বিধানে ।

এইরূপ অভিপ্রায় আছে মনু সংহিতায়
প্রমাণের শিরোমণি মনুর বচন
অবশ্য জানেন তাহা সব সুধীজন ।

“প্রিয় যদি হয় তবে সত্য কথা সদা কবে
না কহিবে কভু সত্য অপ্রিয় বচন
মিথ্যা প্রিয় বাক্য নাহি কবে কদাচন ।

ব্যবহারে যথা যথা মিথ্যা নয় মিথ্যা কথা
তাহাও বিচার করি শাস্ত্রকার গণ
নাম ধরি দিয়াছেন সত্য বিবরণ ।

“স্ত্রী সমীপে পরিহাসে বিবাহে বা প্রাণ নাশে
সর্বনাশে যদি কেহ মিথ্যা কথা কয়
মিথ্যার মধ্যেতে তাহা গণনীয় নয় ।

যদিও কোবিদ গণে নীতি-সত্য-নিরূপণে
করিলেন কল্পভেদ, তথাপি প্রধান
শ্রুত-দৃষ্ট-অনুসারে বাক্য অভিধান ।

ধর্ম্মে যার নাহি মতি সংসারে সদাই রতি
নীতিশাস্ত্র অনুসারে তাহারো উচিত
সত্যবাক্যে সাধিব্বারে সংসারের হিত ।

পরে পরলোক ভয় যদি তার নাহি হয়
এখানেই সবে তারে সদাই নিন্দয়
মিথ্যাবাদী জনে কেহ করেনা প্রত্যয় ।

সংসারেও মন যায় কিন্তু হরিভক্তি চায়

এমন সৃজন যেই তাহার উচিত

সত্যাসত্য বিচারিয়া করিতে বিহিত ।

সত্য-নিষ্ঠা হ'লে পর অনাসে সাধক বর

দেখেন বিমল হৃদে, আনন্দ মুরতি

সত্য রূপ ভগবান করেন বসতি ।

সত্যময় ভগবান তিনি শুধু সত্য চান

ভক্তের হৃদয় মাঝে সত্যই তাঁহার

সুপবিত্র সুখাসন সুখে বসিবার ।

হৃদে সত্য শুদ্ধাসন নাহি পাতে যেই জন

সত্য রূপধারী হরি সুখের আকার

কভু না বসেন শূন্য হৃদয়ে তাহার ।

হরিভক্তি করে ক্ষয় কামাদি যে রিপুচয়

দূরে পলায়ন করে না পাইয়া স্থান

হৃদে যদি থাকে শুদ্ধ সত্য বিদ্যমান ।

ইহ পরকালে ভয় যে কর্ম হইতে হয়

হেন মন্দ কর্ম নাই ধরার মাঝারে

মিথ্যাবাদী জনে যাহা করিতে না পারে ।

মিথ্যাবাদী সব নরে অপ কর্মে নাহি ভরে

মহানন্দে মনে করে, ভয় করি কায়

মিথ্যাবাদ বন্ধু আছে সহজ সহায় ।

যে মিথ্যা বলিতে পারে চোর বলা যায় তারে

মিথ্যাবাদী চোর হয় চোরে মিথ্যা কয়

অতএব উভয়েই সমান নিশ্চয় ।

ইহলোকে নিন্দা হয় পরলোকে দণ্ড ভয়

অতএব মিছামিছি যারা মিথ্যা কয়

কোথাও নাহিক সুখ তাদের নিশ্চয় ।

করে ত্রিসঙ্ক্যা বন্দন করে ব্রত আচরণ

সঙ্কীৰ্ত্তন করে কিন্তু মিথ্যা কয়

এমন লোকের সব ভস্মে ঘূত হয় ।

নরে বঞ্চিবার তরে মিথ্যা কয় যেই নরে

সর্ববজ্জ ঈশ্বর নামে আছে একজন

অন্তরে মানেনা তাহা নিশ্চয় সে জন ।

অতএব যেই নরে সত্য পরিহার করে

হরিত্যাগী সেই নর নাহিক সংশয়

হরিত্যাগী নরে লোকে অর্ধ নর কয় ।

মিথ্যায় লভিয়া ধন মিথ্যাবাদী যত জন

অন্তরে দারুণ তাপ দিবা-নিশি পায়

ধন হীন সত্যবাদী সুখে নিদ্রা যায় ।

লোক মাঝে নিন্দা ভয় রাজ দণ্ডে ভয় হয়

ঈশ্বরের কাছে ভয় নরক যাতন

অসত্ৰীয়া খলচিত্তে ভয়ের ভুবন ।

লোক মাঝে নাহি ভয় রাজ ভয় নাহি হয়

ঈশ্বর হইতে ভয় পরকালে নাই

শুদ্ধ চিত্ত সত্যভাষী অভয় সদাই ।

দিবানিশি যার ভয় হৃদয় যাতনা ময়

মরণ শরণ তার মরণ শরণ

যাতনা সহিতে বৃথা জীবন ধারণ ।

অভয় সর্বদা যার মনে শান্তি অনিবার

নরলোকে নরদেহ করিয়া ধারণ

তাহারই জীবন সত্য মানব জীবন ।

মিথ্যাহারে জ্বর হয় নিদান শাস্ত্রেতে কয়

মাংস ময় স্থল দেহে যথা সংস্থাপন

সূক্ষ্ম দেহে মিথ্যা কথা তাপয়ে তেমন ।

মিথ্যা কথা যেই কয় সদাই তাহার ভয়
 নিজ দোষে এ সংসার ভয় ময় তার
 সত্যবাদী ~~জ্ঞানের~~ সুখের সংসার ।

সত্য পথে চলি যায় দিন দিন আনে খায়
 এমন সুজন মনে যেবা শান্তি পায়
 মিথ্যাবাদী ধনাঢ্যের সে শান্তি কোথায় ।

সত্য কহিবার ভরে যে রসনা ধরে নরে
 অপবিত্র এত হয় মিথ্যা আলাপনে
 পবিত্র না হয় শত গোময় লেপনে ।

সত্য ভাষা সুধা সার আশ্বাদন করি যার
 অবিরত পরিতৃপ্ত আছেয়ে রসনা
 মিথ্যা নিম্বরসে তার না হয় বাসনা ।

মানবের পরিচয় সত্যই বখার্ব হয়
 অতএব ত্যজি সত্য মিথ্যা যেই কহে
 নামে মাত্র নর সেই বস্তুগত নহে ।

স্বর্কসাক্ষী ভগবান সর্ব হৃদে বিদ্যমান
 সকল জ্ঞানে তিনি বিভু বিশ্বময়
 ইহাতে বিশ্বাসী জন মিথ্যা নাহি কয় ।

বর্ষসাক্ষী ভগবান সর্ব হৃদে বিদ্যমান

সকল জানেন তিনি কিছু বিশ্বময়

ইহাতে যে অবিশ্বাসী সেই মিথ্যা কয় ॥

অতএব সেই জন করিতে পর বঞ্চন

অসঙ্কোচে মিথ্যা বলে সেই ত নাস্তিক

বাহিরের ধর্ম তার নিশ্চয় অলীক ।

সামান্যত মিথ্যা রটে যে জন সে পাপী বটে

সাক্ষ্য মিথ্যা বলে যেবা বিচার সদনে

পাপহতে পাপী সেই অধম দুর্জনে ।

সব দেখে সব জানে সব কথা শুনে কানে

থাকিতে এমন জন নরে প্রতারণা

হায় কি মুঢ়ের ভুল না হয় ধারণা ।

কি দুঃখের কথা হার মিথ্যাভাষী শঠতার

অপরে বঞ্চিত গিয়া বঞ্চে আপনারে

বুদ্ধিদোষে তাহা কভু বুঝিতে না পারে ।

যাঁর হাতে সবাকার আছে দণ্ড পুরস্কার

তিনি যদি জানিলেন গুণ কদাচার

মানবে বক্ষিয়া তবে কি ফল আবার ।

সত্য যে প্রকাশ ময় গোপনে নাহিক রয়
 শত মিথ্যা আধ্বনির ভেদিয়া কোশলে
 আপনি প্রকাশ পায় আপনার বলে ।

অদ্বিতীয় সত্য নামে এক চক্ষু দিব্য ধামে
 ধক ধক জ্বলিতেছে বিরাম ত নাই
 মানবের ভাল মন্দ দেখিছে সদাই ।

অদ্বিতীয় সত্যনামে এক কর্ণ দিব্যধামে
 অনাবৃত আছে তার বাধা বিঘ্ন নাই
 মানবের সত্যাসত্য শুনিছে সদাই ।

অদ্বিতীয় সত্য নামে এক জ্ঞান দিব্য ধামে
 অসীম সুসূক্ষ্মাকারে রয়েছে সদাই
 মানবের মন তার অগোচর নাই ।

সদা মোহিত মায়ায় বিশ্ব যেন নিদ্রা যায়
 কিন্তু শুদ্ধ শাস্ত্র সত্য সদা নিদ্রাহীন
 অনল সবিশ্বব্যাপি জ্বলে নিশি দিন ।

সত্যে সর্ব ধর্ম রয় ইহাতে নাহি সংশয়
 অতএব সত্যধার নাহিক যথায়
 দাঁড়াবার স্থান নাই ধর্মের তথায় ।

সত্য হতে হয় ধর্ম সত্য হতে সুখ শর্ম
 পরাশাস্তি পরা গতি সত্য হ'তে হয়
 সকলের মূল সত্য নাহিক সংশয় ।

সত্য হ'তে শুদ্ধ সার ধরায় নাহিক আর
 না করিলে অশ্রু কিছু কর্মের সাধন
 সত্বরে কেবল সত্যে শুদ্ধ হয় মন ।

মন শুদ্ধ হইলে তায় হরি ভক্তি অঙ্গময়
 ভক্তি জনমিলে তবে সত্য ভগবান
 হৃদি বৃন্দাবনে ভক্ত দেখে বিচরমান ।

সদা সত্য আচরণ করে যেই সুধী জন
 সত্যরূপ সুবিমল বিভাকর করে
 তাহার হৃদয় পদ্ম প্রফুল্লিত করে ।

পিতা নিজ পুত্র গণে দীক্ষা গুরু শিষ্য জণে
 সুশিক্ষক ছাত্রগণে সত্য শিক্ষা দিয়া
 তার পর অশ্রু শিক্ষা দিবেন বুঝিয়া ।

শিশুকালে যদি নরে সত্য শিক্ষা নাহি করে
 যৌবনে জরায় পাপ বুঝেও বিচারে
 অভ্যাসের দোষে মিথ্যা ছাড়িতে না পারে ।

ধরায় সুশিক্ষা যত মানবের অভিমত
সকলের আদি শিক্ষা সত্য শিক্ষা সার
বিশেষত শুদ্ধ মতি শিশু সবাকার ।

ইহ কীর্তি সুবিমল পরলোকে পুণ্যরল
পাইবার যত কিছু আছে সদাচার
সত্য হ'তে সুসাধন নাহি কিছু আর ।

শুদ্ধ সত্য গঙ্গানীরে শোধিয়া নিজ বাণীরে
করিবে সূজন তবে বাহিরে প্রকাশ
উভ লোকে থাকে যদি সুখ অভিলাষ ।

যাঁর ধর্ম আচরণে অভিলাষ আছে মনে
সত্যরূপ পরব্রহ্ম করিয়া স্মরণ
করিবে সকল কর্ম বলিবে বচন ।

সত্যরূপ রত্ন সার সদা দোলে কণ্ঠে যার
নানা বেশ বিভূষায় ভূষিত রাজ্যায়
জয় করিয়াছে যেই আপন শোভায় ।

সত্য সদগুরুর মতে চলে যেই ভব পথে
সুদীর্ঘ দুর্গম পথ সুগম তাহার
সত্য-সত্য এ কথায় বিধা নাহি আর ।

সত্য বস্তু পরি অঙ্গে এ সংসার রণ রঙ্গে

বিচরণ কর নর হইয়া নির্ভয়

আঘাত পাবেনা জয় হইবে নিশ্চয় ।

সংসার নিবিড় বন সেথা যে করে ভ্রমণ

সত্যরূপ দীপ্ত দীপ করিয়া ধারণ

পথ প্রাপ্তি নাহি তার হয় কদাচন ।

এ সংসার শত্রুময় বন্ধু শুধু সত্য হয়

পরামর্শ ল'য়ে তার চলে যেই জন

অপকর্মে কভু তার নাহি যায় মন ।

সত্যসার করে ধরি অতীব যতন করি

হৃদয় কেদার যেই করে করষণ

সুরেপ্সিত সুখ-শস্য ভুঞ্জে সেই জন ।

সদাই যতন করি সত্যভেলা হৃদে ধরি

সংসার সাগরে যেই করে সম্ভরণ

সঙ্ঘরে সাগর পারে যায় সেইজন ।

এ সংসার মাটিময় কিছুই ষথার্থ নয়

মিছা তুচ্ছ হানি ভয়ে, সত্য রত্ন সার

ওরে ভাই ! হেলা করি হারায়োনা আর ।

সর্বত্র সত্যের জয় ইহাতে নাহি সংশয়
সদাই “সত্যের জয়” এই মহাবাণী
হৃদয়ে স্মরণ রাখ দৃঢ় করি মানি ।

সদা সত্য কথা ক’ব মিথ্যায় বিরত রব
প্রতিদিন প্রাতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া
তবে শয্যা ত্যাগ কর শ্রীহরি স্মরিয়া ।

সত্য কৰ্ম্ম আচরিব অপকৰ্ম্ম না করিব
প্রতিদিন প্রাতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া
তবে শয্যা ত্যাগ কর শ্রীহরি স্মরিয়া ।

অযথার্থ বিস্মরণে সত্যই স্মরিব মনে
প্রতিদিন প্রাতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া
তবে শয্যা ত্যাগ কর শ্রীহরি স্মরিয়া ।

নিশাকালে ঘোড় করে প্রতিদিন ভক্তি ভরে
শব্দ ব্রহ্ম সত্যবাক্যে করিয়া প্রণাম
শয়ন করিবে সুখে লভিবে আরাম ।

এ তিন ভুবনে হয় সদাই সত্যের জয়
অকপটে সত্য যেই করে আচরণ
সর্বত্র বিজয়ী হয় সেইত সূজন ।

শুদ্ধ সত্যে অনিবার ভক্তি ভরে নমস্কার
 সত্যবাণী শব্দ ব্রহ্মে নমস্কার মম
 সত্যজ্ঞান ঘন পরব্রহ্মে নমোনমঃ ।

সদা সত্য যাঁরা ক'ন নিত্য সত্য আচরণ
 সদাই নিরত যাঁরা সত্যের স্মরণে
 নমো নমো সেই সব সাধুর চরণে ।

সাধু-রসনা-বাসিনী শুদ্ধ সঙ্গ বিলাসিনী
 সুবিমলা সত্যবাণী দেবী সরস্বতী
 প্রসন্ন থাকুন সদা এ দীনের প্রতি ।

দারিদ্র যদিও হয় যদি হয় ধনক্ষয়
 তথাপি সদাই যেন রসনা আমার
 পরিতৃপ্ত থাকে পিয়া সত্য সুধাসার ।

মিছা তুচ্ছ কাস্তি লয়ে ছাড় গর্ব শাস্ত হয়ে
 নীলকাস্ত ! তোর মত লক্ষ করি জয়
 নিত্য তেজে সত্য নিধি হলে বিশ্বময় ।

ভাগবতাচার্য্য

মহাপ্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত দেব-গোস্বামি-

মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থাবলী ।

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত, — গ্রন্থকার-বিরচিত সরল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ । ইহা পাঠ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবন্দাবন লীলার আর কাহারও কোনও সংশয় থাকিবে না । মহাপ্রভুপাদ দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবন্দাবন লীলা জ্ঞানীর অনুসন্ধান শ্রুত্যান্ত ব্রহ্মতত্ত্বেরই ভক্তা-স্বাত্ম সুমধুর লীলাময় অভিনয় । ইহাতে ১৪টি লীলার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, — গোলোক-লীলা, অবতার-লীলা, জন্ম-লীলা, অমুর-সংহার, চৌর্য্য, মৃত্যুঞ্জয়, দামোদর, ব্রহ্মমোহন, কালিয়দমন, বজ্রহরণ, অন্নভিক্ষা, গিরিধারণ, নন্দোদ্ধার ও রাস । অতি উত্তম কাগজে মুদ্রিত, ৪২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । ১৪।২।১ নং বাহির মৃজাপুর রোড, গড়পার, কলিকাতা. শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষালের নিকট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে ও বরেন্দ্র লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় ।

মূল্য ১।।০ দেড় টাকা ।

এই পুস্তক সকল সংবাদ পত্রেরই একবাক্যে প্রশংসিত । সংবাদ পত্রের প্রস্তব্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।

হিতবাদী—“শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তুত” একখানি উপাদেশ গ্রন্থ। এমন মধুর সরল ও বিস্তৃত সংস্কৃত রচনা আধুনিক লোকে যে, করিতে পারেন এ বিশ্বাস আমাদের ছিল না। শ্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে ঋষি-বিরচিত বলিয়া মনে হয়। আমরা গ্রন্থকারের বিচার-পদ্ধতি দেখিয়া মুগ্ধ হইরাছি। কৃষ্ণ লীলার অশ্লীলতার লেশমাত্রও নাই, সাধারণের মনে এই ভাব বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিয়া ভাগবতাচার্য্য মহাশয় দেশের পরম উপকার করিয়াছেন।

ব্রহ্মবিজ্ঞা, — গোস্বামী মহাশয় সমুদয় জীবন ধরিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এই গ্রন্থে লীলা বর্ণনা করিয়া জগৎকে গ্রন্থাকারে উপহার দিয়াছেন। প্রাচীন লীলবাদের দার্শনিক তত্ত্ব যাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে আলোচনা করিতে চাহেন, এই গ্রন্থের দ্বারা তাঁহারা বিশেষ সাহায্য পাইবেন ; আর যাহারা ভক্ত, তাঁহারা এই গ্রন্থ আশ্বাদন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন। আমরা এই গ্রন্থখানি ভক্তির সহিত সকলকে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

Hindoo Patriot Says :—

Such sonorous Sanskrit verse, so chaste, so elegant, so fragrant in thought, so fascinating, such expressive Bengali translation too ; and yet with all their beauty, they are a most serious contribution to the literature on the subject. It is impossible to put down the book until every page has been

perused. The book is priced at Re. 1-8. It is published by Babu Nripendra Nath Ghosal, 14-2-1. Bahir Mirzapur Road, Garpar, Calcutta.

শ্রী ৬শুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—আপনার সংস্কৃত রচনা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধুষ্টতা। তথাপি তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ হওয়ায় এইটুকু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এত বিশদ ও সুমধুর সংস্কৃত রচনা করিতে পারেন, এমন বাঙ্গালী এখনও আছেন ইহা বাঙ্গালীর অল্প গৌরবের বিষয় নহে। আপনার বাঙ্গালী রচনাও তেমনই সরল ও সুমিষ্ট, এবং তাহা হইবে না কেন? একে ত মধুর শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন তাহাতে আবার আপনার শ্রায় জ্ঞানী ও ভক্তের লেখা।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ বলেন—এই পরম পবিত্র গ্রন্থ-
 খানিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা ব্যাখ্যা করাই পূজনীয় প্রভুপাদের
 উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু পারম্পর্য্য রক্ষার জন্ত ইহাতে গোলোক লীলাও বর্ণিত
 হইয়াছে। এখানি প্রথম খণ্ড ; ইহাতে রাসলীলা পর্য্যন্তই বিবৃত
 হইয়াছে। পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীধর স্বামীর
 টীকাই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পর যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন
 তাহা যেমন সুন্দর তেমনই মধুর আবার তেমনই ভাবপূর্ণ ; প্রকৃত
 লেখক ও লীলা রসজ্ঞ মহাত্মা ব্যতীত আর কাহারও লেখনীমুখে এরূপ
 সুমধুর বাণী নিঃসৃত হইতে পারে না। প্রভুপাদরচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি
 এমনই সুন্দর যে, আজ কালকার পণ্ডিতগণের লিখিত বলিয়া মনেই হয়
 না ; মনে হয়, যেন কোন মহাকবির রচিত শ্লোক পাঠ করিতেছি।
 তাহার পর ব্যাখ্যার কথা। অতি সহজ ও সুললিত গঠে ব্যাখ্যা লিখিত ;
 কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশের অনুমাত্র চিহ্ন নাই ; অথচ ভাবৈশ্বর্য্যে পরি-
 পূর্ণ। এই লীলামৃত পাঠে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন। লেখক মহোদয়
 ভগবদ্গুণানুকীৰ্ত্তন করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার শ্রম সফল হইয়াছে।

ভক্তি মাসিক-পত্রিকায় বলেন—এ ব্যাখ্যা যেমন সুন্দর ও
 সরল তেমনই মধুরতর ভাবপূর্ণ। পাঠ করিলে মনে হয় লেখক
 প্রকৃতই লীলারসে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তারপর সংস্কৃত শ্লোকগুলি
 এমন সরল অথচ মধুর ভাবে রচিত যে পাঠ করিতে বা বুঝিতে কোন
 কষ্টই হয় না অধিকন্তু পাঠ করিতে করিতে মনে হয় এ যেন প্রাচীন

কোনও মহাকবির রচিত শ্লোকই পাঠ করিতেছি। আজীবন ভগবৎ-লীলা আলোচনা করিয়া প্রভু যে অমূল্য রত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, আশা করি, সকলেই সে রত্ন সাধরে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন। এমন মধুর গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এ গ্রন্থ নিত্য অহরহ আনন্দনের স্রিনিধি। প্রভু ভাগবতের অসাধারণ পণ্ডিত এবং অপূর্ব ব্যাখ্যাতা। আমরা তাঁহার শ্রীমুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তারপর আবার এই গ্রন্থ পাইয়া প্রকৃত পক্ষেই বিশেষরূপে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

পঞ্চরত্ন ।

পঞ্চরত্ন সর্বলোক সমাদৃত গ্রন্থ। ইহাতে মাতা, গুরু, ধর্ম, বিবেক ও হরিনামের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয় অতি সরল ও সুমিষ্ট সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণিত। অনেকে নিত্য সন্ধ্যা বন্দনার সময় পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার সূত্রে শত শ্লোকাত্মক শ্রীগৌরশতক সন্নিবদ্ধ আছে। গৌর শতকের সরল পঠানুবাদও দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ৯০ আনা মাত্র।

কেবল শ্রীগৌরশতক—মূল্য ৯০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীবংশীবিকাশ ।

সরল সংস্কৃত ও তাহার পড়ানুবাদ । ইহাতে শ্রীশ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুর একাত্মরূপ বংশী-অবতার শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বিষয় বিবৃত হইয়াছে ।

মূল্য ১০ আনা মাত্র ।

কঙ্কিপুরাণ বঙ্গানুবাদ—মূল্য ১ টাকা মাত্র ।

পতিব্রতা ।

সংস্কৃত শ্লোক ও পড়ানুবাদ—মূল্য ৭০ আনা ।

পিতৃস্তোত্র :- সংস্কৃত শ্লোক ও পড়ানুবাদ । মূল্য ১০ আনা মাত্র ।

আবার গৌর, বালালাপত্নী । মূল্য ৭০ আনা মাত্র ।

মহাপ্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থ ১৮নং অষ্টোত্তরশতক মল্লিকের লেন,

ও

রামবাগান শ্রীমুক্ত হরেন্দ্রনাথ সাধুর নিকট পাওয়া যায় ।